যে, ... তাঁর দর্শনে চিৎ ও জড় শক্তির সমন্বয়ের কথা বলেছেন — চিৎ এবং জড়কে তার প্রাপ্য করেছেন, তাঁর দর্শনে চিৎ ও জড় ... গুরুত্ব দিয়েই।

সত্যতা — সচ্চিদানন্দ (Reality - Saccidananda):

শ্রীঅরবিন্দের অধিবিদ্যার মূল চালিকা শক্তি হল চিৎশক্তি। সত্যতাকে তিনি চরম আধ্যাত্মিকতা রূপে দেখলেও তার মধ্যে জড়কেও স্থাপন করেছেন। তাই তিনি 'দিব্য জীবন' গ্রন্থের (পৃ.২৩) চতুর্থ অধ্যায়ে বলছেন : 'শুদ্ধচিৎ তার পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য ফোটাতে চায় আমাদের মধ্যে। আবার বিশ্বজড় হতে চায় আমাদেরই বিসৃষ্টির নিমিত্ত এবং আধার। দুটি দাবির কোনটিকেই উপেক্ষা করতে পারি না যখন, তখন সত্যের এমন একটা পরিপূর্ণ রূপ আমাদের আবিষ্কার করতে হবে, যার মধ্যে চিৎ এবং জড়ের ঘটে নিখুঁত সমন্বয়। যার মিলনমন্ত্রে মানুষের জীবনে পায় তারা স্বাধিকারের মর্যাদা এবং তার চিন্তায় পায় যথাযোগ্য সমর্থক। কোথাও তাদের মূল্য ক্ষুণ্ণ হবে না, তাদের অন্তর্নিহিত সত্যের গৌরব কোথাও ম্লান হবেনা। স্বীকার করতে হবে, দুয়েরই মূলে আছে এক মর্ম সত্যের অবিচল প্রতিষ্ঠা।'[২]

শ্রীঅরবিন্দ ব্রহ্মের বৈদান্তিক ধারণার এক অপেক্ষকৃত কম আলোচিত দিকের ...

ধরেছেন তাঁর দর্শনে। তিনি অনুভব করেছিলেন বিশ্বচেতনায় চিৎ ও জড়ের একটি মিলনভূমি আছে। 'এইখানে এসে চিৎ এর কাছে জড় হয় বাস্তব, আবার জড়ের কাছে চিৎও হয় সত্য। মানুষী বিশ্বচেতনায় পরিব্যাপ্ত প্রাণ ও মনকে বলা যায় অথচ সত্তার অন্তর্বিকলোক - পরাপর জগতের মাঝে তারা যেন সেতু।'

এই বিশ্বচেতনার প্রবণতা অতিন্দ্রিয় চেতনার দিকে ধাবিত যা অজ্ঞেয়ের চেতনা ছাড়া আর কিছুই নয়। 'এই অজ্ঞেয়'—যদিও জ্ঞানের অতীত, তবু তা আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় এক চরম সুন্দরভাবে। এই সর্বত্র বিরাজমান সত্যতা, যাকে আমাদের সীমিত বুদ্ধিকোণ থেকে জানা যায় না, তাকেই বলা হয়ে থাকে ব্রহ্ম। এই সচ্চিদানন্দ বা ব্রহ্মকে আমরা জানতে পারি না। ধার্মিকভাবে কেবল একটা বিশ্বাস থাকে মাত্র এই সর্বত্র বিরাজিত সত্য সম্পর্কে।

এই সত্যতার প্রকৃতি সম্পর্কে জানার জন্য সচ্চিদানন্দ বা সৎ (Being) এর বিভিন্ন স্তর অথবা তত্ত্বগুলিকে জানা প্রয়োজন—যেভাবে তাদের উপলব্ধি করেছেন শ্রীঅরবিন্দ। তবে মনে রাখা প্রয়োজন তিনি সৎ এর বিভিন্ন স্তর এর কথা বললেও 'সত্যতার প্রকৃতিতে বহু' এমন বলেন নি। তাঁর মতে, সত্যতা আবশ্যকীয় ভাবেই এক কিন্তু সৃষ্টি নির্ভর করে দ্বিমুখী তত্ত্বের ওপর, তাহল একত্ব এবং বহুতা। সৃষ্টি হল সত্যতার একত্বের আবশ্যকীয় প্রকাশ।

শ্রী অরবিন্দ এ প্রসঙ্গে আটটি তত্ত্বের কথা বললেন। এগুলি হল শুদ্ধ সত্তা, চিৎশক্তি, পরম সুখ, অতিমানস, মানস, মন (Psyche), জীবন ও জড়। প্রথম চারটি উচ্চ গোলার্ধে এবং শেষ চারটি নিম্ন গোলার্ধে অবস্থান করে। তিনি চরম সত্যতাকে ব্যাখ্যা করেছেন, সচ্চিদানন্দ বলে। অস্তিত্ব, চৈতন্য-শক্তি এবং পরম সুখ - এই তিন এর সম্মিলিত নামই সচ্চিদানন্দ।

শ্রী অরবিন্দের মতে, সচ্চিদানন্দই সকল কিছুর উৎস। তিনি নিশ্চেতনার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে স্বরূপে যাবার জন্য ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছেন। প্রাণ তাঁরই চিৎশক্তির নিম্ন আধারে প্রকাশ, মন তাঁরই সৃজনীশক্তি অতিমানসের প্রতিরূপ। সুতরাং সচ্চিদানন্দ হতেই যে জড়ের উৎপত্তি তাতে সন্দেহ থাকতে পারে না। দেহ, প্রাণ, মনকে ত্যাগ করে যে সার্থকতার সন্ধান করা হয়। তা চরম সার্থকতা নয়, এতে সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়া হয় - সমস্যার সমাধান হয় না। দ্বন্দ্ব থেকেই যায়, কিন্তু তা পরম সত্য হতে পারে না। এই সব দ্বন্দ্বের মিলনেই পরম সত্য।

এই সচ্চিদানন্দই নিজের সত্তাকে পদার্থ, শক্তিকে রূপ, চিৎকে আত্মপ্রকাশ, নিজের আনন্দ নিজের কাছে অর্ঘদান - এইভাবে নিজেকে নিজের কাছে প্রকাশ করছেন। সচ্চিদানন্দ মানসিক স্তরে নিজের মানস চেতনায় জ্ঞান, ক্রিয়া ও আনন্দের বিষয় হবার জন্য বিষয়ের ভিত্তি হিসাবে নিজেকে জড় করেছেন।

ক) শুদ্ধ সত্ত্ব (Pure Existence):

শ্রীঅরবিন্দের মতে, 'শুদ্ধ সত্তা' হল সামান্য এবং অসীম শক্তির আধার'। তিনি বলছেন, যখন আমরা নিজেদের ব্যক্তিগত এবং আত্মকেন্দ্রিক ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে জগৎকে দেখি আবেগমুক্ত কৌতূহল নিয়ে, তখন আমরা অনুভব করি আমাদের সামনে এক অসীম শক্তির আধারকে - যা তার অসীম কার্যধারাকে প্রকাশ করে থাকে সীমাহীন 'স্থান' এবং শাশ্বত 'কাল' এর মধ্য দিয়ে। এই 'শুদ্ধ সত্ত্ব' আমাদের আত্মকেন্দ্রিক জগৎকে অতিক্রম করে যায়, অথচ অজ্ঞতাবশত আমরা মনে করি আমাদের চাহিদা ও স্বার্থপূরণের জনাই এই বিপুল কর্মধারার অস্তিত্ব।

কিন্তু স্থিরভাবে বিবেচনা করলে আমাদের উপলব্ধি হবে যে, মানুষের ক্ষুদ্র কামনা-বাসনা

Scanned with CamScanner

...দিকে এর কোন লক্ষ্য নেই। নিজের বিশাল লক্ষ্য সাধনের জন্যই এর গতি নিজের টানে ...চলেছে। তবে মানবজীবনের সঙ্গে যে এর কোনও সম্পর্ক নেই - এমন ভাবাও ভুল। যখন আমাদের উপলব্ধি হবে যে, এই অনন্ত শক্তির মানসোত্তর চেতনা অবিভক্ত হয়েও বৃহত্তম থেকে ক্ষুদ্রতম - সর্ববিষয়ে সমগ্রভাবে বিরাজিত, যখন আমরা বুঝব যে আমরা এই অনন্ত গতির এক অংশমাত্র, এই অনন্তকেই জেনে এর সঙ্গে একাত্মতা উপলব্ধি করা আমাদের প্রয়োজন, তখনই আমাদের প্রকৃত জীবনের সূচনা হবে।

এভাবে দার্শনিক অন্তঃদৃষ্টির সাহায্যে আমরা পেতে পারি শুদ্ধ সত্তার আভাস। এই সত্তা অসীম এবং অবাধ, 'স্থান' এবং 'কাল' এর দিক থেকে নয়, বরং এক্ষেত্রে 'স্থান' এবং 'কাল' এর প্রশ্নই ওঠে না। এই ধারণার একটি সুবিধা হল 'আমি' এবং 'অন্যরা' এই দ্বৈত ভাবনার থেকে ঊর্ধ্বে ওঠার চেতনা দেয় আমাদের এবং এই সত্যতার প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা প্রথম অন্তর্দৃষ্টি লাভ করি। এভাবে শুদ্ধ সত্তাকে দেখলে স্থান-কাল অদৃশ্য হয়ে যায়, আর স্থান-কাল অদৃশ্য হলে তাদের কারণে যে দ্বিত্ব তাও অদৃশ্য হয়।

শ্রীঅরবিন্দ স্বীকার করেন, এই 'শুদ্ধ সত্তা'কে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, বস্তুতঃ ...হ বৌদ্ধিক পদ দ্বারাও এই শুদ্ধ সত্তা ব্যাখ্যাযোগ্য নয়। এটি অনির্বচনীয়, অসীম, দেশকালাতীত সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, স্বয়ংপূর্ণ অস্তিত্ব। একে কোন এক পরিমাণ অথবা পরিমাণসমূহের যোগফল যেমন বলা যায় না, তেমনি কোন এক গুণ অথবা গুণসকলের যোগফলও বলা যায় না। একে কোন আকৃতি অথবা আকৃতির আধারের যোগফলও বলা যায় না। যদি সমস্ত পরিমাণ, গুণ এবং আকৃতি অদৃশ্যও হয়ে যায় তবু এই শুদ্ধ সত্তা থেকে যাবে।

প্রথম দৃষ্টিতে জগৎকে চঞ্চল অস্থায়ী বলেই মনে হয়, যা স্থির শান্ত তাও চঞ্চল বা বিভিন্ন শক্তির সমষ্টি মাত্র। কিন্তু স্থিরভাবে বিবেচনা করলে শুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা আমাদের উপলব্ধি হবে যে অনন্ত গতির পশ্চাতে অনন্ত শান্ত বিদ্যমান। শক্তি এক সত্তারই ক্রিয়ামাত্র। ক্রিয়া বললেই নিষ্ক্রিয়তার বোধ হয়। সত্তা হল শক্তির নিষ্ক্রিয় অবস্থা, সত্তাই সকল ক্রিয়ার ভিত্তি।

এই শাশ্বত শান্ত সত্তাকে যে আমরা শুধু উপলব্ধি করতে পারি তা নয়, আমরা এর মধ্যে অবস্থান করতেও পারি। সুতরাং শুদ্ধ বুদ্ধির সাহায্যে যা সত্য বলে মনে হয়, উপলব্ধির দ্বারা তার সত্যতা আরও দৃঢ় হয়। এটাই শুদ্ধ, শাশ্বত, অনির্বচনীয় ও অনন্ত সত্তা, এটি দেশ-কাল, রূপ, গুণের অতীত, স্বয়ম্ভূ, নিরপেক্ষ আত্মা। এই শুদ্ধ সত্তা মানসিক প্রত্যয় মাত্র নয়—বাস্তব সত্য, এটাই মূল সত্য। কিন্তু গতিও সত্য, গতি অলীক নয়।

সুতরাং আমরা দুটি মূল সত্তা পাই - সত্তা ও গতি। যেমন তিনি এক এবং বহু, এ সবের ঊর্ধ্বে, তেমন তিনি সত্তা, গতি এবং এ দুয়ের ঊর্ধ্বে। কিন্তু তাঁর এই অনির্বচনীয় অবস্থার কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না বলে আমাদের বলতে হয় যে তিনি সত্তা ও গতি উভয়ই। তিনিই শিব ও কালী, তিনি দেশ কালাতীত শুদ্ধ সত্তা, আবার তিনিই অনন্ত দেশকালের মধ্যে অনন্ত শক্তির ক্রিয়া।

খ) চিৎ-শক্তি(Consciousness - force):

শ্রীঅরবিন্দের চিৎ-শক্তি বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে দুটি মূল প্রশ্ন দেখা দেয়—এক: 'শুদ্ধ সত্তা'র সঙ্গে 'গতি'র সম্বন্ধ কেমন? এবং দুই : এই গতির প্রকৃতি কেমন?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, সত্তা ও গতি - একই সত্যের দুই দিক মাত্র। সত্তা ও গতি